দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 6/6/84 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 ... কলাম ... 3 ...

0 010

সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় আর মীরপুর কলেজ নিয়ে কি হচ্ছে—

আজকের লেখা দুটি কথা দিয়ে শেষ করা যায়। শুধুমাত্র দুটি বাক্য দিয়ে। দুটি প্রশ্ন খোদ রাজধানীর দুটি কলেজ নিয়ে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাফ সাফ জবাব দিলে একথা আজ আমাকে লিখতে হতো না।

কিন্তু না। সে গুড়ে বালি। সাফ কথা কেউ বলেন না। ফাইল অবিলম্বে নড়বার নির্দেশ আছে। কাজে আসে না। তাই বার বার একই প্রশ্ন উত্থাপন করতে হয়।

রাজধানী ঢাকার দুটি কলেজ—(১) মীরপুর কলেজ (২) সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। মীরপুর কলেজকে নিজস্ব জায়গা দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে ১৯৭৮ সালের ২রা ডিসেম্বর—মনে হয় এ সিদ্ধান্তকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে লাল ফিতা। তাই ১৯৮৪ সালে এসেও টালবাহানা শেষ হচ্ছে না। এখনও হচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়কে জাতীয়করণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ১৯৮৩ সালের ২০শে নবেম্বর থেকে। সে নির্দেশও বাসি হয়ে গেল। এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি চিঠি। চিঠির তারিখ ২৪শে মে। নির্দেশ—সঙ্গীত কলেজ জাতীয়করণ হবে ১৯৮৪ সালের ১১ই মে থেকে। ১৯৮৩ সালের ২০শে নবেম্বর থেকে নয়। কিন্তু কেন। এতে কার লাভ। এবং কেনই বা এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন। সে কথায় পরে আসছি। আমার প্রথম কথা মীরপুর কলেজ নিয়ে।

মিরপুর কলেজ ১৯৭০ সালের কলেজটি স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৭৪-৭৫ শিক্ষা বছরে। মিরপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জায়গা আছে। এই জায়গা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দিয়ে ছিল গণপূর্ত বিভাগ। ১৯৭৭ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ এই কলেজের জন্য সাত বিঘা জমি চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন জানান। ১৯৭৮ সালের ২রা ডিসেম্বর কলেজকে জমি দেবার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৮২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলেজকে জায়গা দেয়ার কথা বলে কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের হিসাব এবং পরিকল্পনা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৯৮২ সালের ১২ই এপ্রিল পরিকল্পনা পেশ করেন। এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনশিক্ষা দফতরের মহাপরিচালককে কলেজটি পরিদর্শন করতে নির্দেশ দেন ১৯৮৩ সালের ১৮ই এপ্রিল। মহাপরিচালকের দফতর থেকে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করা হয় ১৯৮৩ সালের ১৭ই মে। রিপোর্টে বলা হয় যে কলেজটি ভালভাবে চলছে। জমি প্রদানের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত এবং এ জমি কলেজের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

কিন্তু এ রিপোর্টে কোন কাজ হল না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবার ১৯৮৩ সালের ২৫শে জুলাই জনশিক্ষা দফতরের মহাপরিচালককে ঐ কলেজ পরিদর্শন করতে বল্লেন। ১৯৮৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ঐ নির্দেশের জবাব দিলেন জনশিক্ষা দফতরের মহাপরিচালক। তিনি পুরান তদন্তের রিপোর্টের একটি অনুলিপি পাঠালেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। অর্থাৎ তিনি জানালেন যে নতুন করে তদন্তের প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আবার চিঠি দেয়া হল জনশিক্ষা দফতরের মহাপরিচালককে ১৯৮৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। এবার নির্দেশ—একজন নির্বাহী প্রকৌশলী দিয়ে তদন্ত করা হোক।

কিন্তু কেন। এ প্রশ্ন আমার এবং অনেকের। আমি জানি না জনশিক্ষা দফতরের মহাপরিচালক ৪ঠা ডিসেম্বরের চিঠির কি জবাব দিয়েছেন। আমার জানার বাসনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বার বার তদন্তের কথা বলছেন কেন। কেন নতুন করে নির্বাহী প্রকৌশলী দিয়ে তদন্তের প্রশ্ন তুলছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানেন যে জনশিক্ষা দফতরের তদন্ত টিমে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারীসহ নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সহকারী প্রকৌশলী ছিলেন। এবং তারা বার বার জানাচ্ছেন যে নতুন তদন্তের কোন প্রয়োজন নেই। তবু কেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একই প্রশ্নে বার বার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেন ১৯৭৮ সালে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এ ধরনের টালবাহানা হচ্ছে। কেন একটি কলেজের শিক্ষার পরিবেশ এমনি করে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানাবেন কি? ঢাকার একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এমন টালবাহানা হলে মফস্বলে কি হতে পারে তা ভাবতেও শংকা জাগে।

সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

একই প্রশ্ন আমি করতে চাই—শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে। কেন। কোন কারণে এই কলেজটির জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত পাল্টান হল। আমি যতদূর জানি জনশিক্ষা দফতরের সঙ্গে এ ব্যাপারে পূর্বে পরামর্শ করা হয়নি। সরাসরি নির্দেশ এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। অথচ জনশিক্ষা দফতরের চিঠিতে বলা হয়েছে ভিন্ন কথা। এ জন্য দায়ী কে।

পুরো ঘটনা সাজালে এমন দাঁড়ায়—। সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে জনশিক্ষা দফতর থেকে চিঠি আসে ১৯৮৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বর। চিঠিতে বলা হয় যে ১৯৮৩ সালের ২০শে নবেম্বর থেকে কলেজটি জাতীয়করণ করা হবে।

১৯৮৪ সালের ২৩শে মার্চ আর একটি চিঠি আসে জনশিক্ষা দফতর থেকে। চিঠিতে বলা হয়: (ক) ১৯৮৩ সালের ২০শে নবেম্বর থেকেই কলেজটি জাতীয়করণ করা হবে। (খ) প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টির পর ২০শে নবেম্বর থেকে কলেজটি আত্মীকরণ করা হবে। (গ) কলেজে রক্ষিত বেসরকারী তহবিল থেকে বেতন দেয়া যাবে। পরে এ টাকা ফিরিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ এ চিঠিতে ছিল অন্তর্বর্তী কালে কলেজ চালাবার পথ নির্দেশ।

এরপরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি চিঠি। তারিখ ১৯৮৪ সালের ২৪শে মে। চিঠিতে বলা হল, এ কলেজ জাতীয়করণ করা হবে ১৯৮৪ সালের ১১ই মে থেকে। ১৯৮৩ সালের ২০শে নবেম্বর থেকে নয়।

কিন্তু কেন। এমন কি ঘটেছে যে এ সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হবে। এ সিদ্ধান্ত পাল্টান হলে ১৯৮৩ সালের ২০শে নবেম্বর থেকে ১৯৮৪ সালের ১১ই মে পর্যন্ত কলেজের হাল কি হবে। কে হবে মালিক। মাইনে দেবে কে। এই জগাখিচুড়ী করার কি প্রয়োজন ছিল। আর এ নির্দেশ জনশিক্ষা দফতরের মারফত না এসে সরাসরি মন্ত্রণালয় থেকে এল কেন। এবং কেন ক্ষতিগ্রস্ত করা হল শিক্ষক কর্মচারীদের।

এই নতুন নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে—শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ চাকরির জ্যেষ্ঠতা হারাবে। পদোন্নতির প্রশ্নে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর্থিক দিক থেকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দাবী উঠেছে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্ত পাল্টান হোক। ১৯৮৩ সালের ২০শে নবেম্বর থেকেই এই কলেজটি আত্মীকরণ করা হোক।

তবে আমি ভাবছি ভিন্ন কথা। আমি ভাবছি এ দুটি কলেজের কথা। এ কলেজ দুটি নিয়ে টালবাহানা করছে কে। কেন দুটি কলেজের প্রশ্নেই জনশিক্ষা দফতরকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেন সিদ্ধান্ত আসছে সরাসরি মন্ত্রণালয় থেকে।

কেউ কিছু মনে না করলে আমি নিজের ভাবনার কথা বলতে পারি। কলেজ জাতীয়করণ। বদলী নিযুক্তি নিয়ে লিখতে লিখতে আমারও একটি ধারণা জন্মেছে। আমি কলেজগুলি নিয়ে অদ্ভুত খেলা দেখেছি। দেখেছি এই কলেজগুলিকে কোন সুবিধা পেতে হলে কোন কোন মহলকে কিছু সুবিধা দিতে হয়।

আবার কলেজ জাতীয়করণ নিয়ে এ খেলাটি জমে ভাল। খেলাটি খুব সোজা এবং সরল। ধরা যাক—সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হল ১৯৮৩ সালের ২০শে নবেম্বর থেকে। কেউ কেউ কলেজ কর্তৃপক্ষকে বল্লেন। আগের তারিখ দেখিয়ে আমার দু একজন প্রার্থীকে চাকরি দিন না। এভাবে চাকরি মেলে রাতারাতি সরকারী কলেজের পিওন, দারোয়ান, বা প্রভাষক হওয়া যায়। অন্যথায় সরকারী কলেজে চাকরি পাওয়া অনেক ঝামেলা। পরীক্ষা দিতে হয়। কর্মকমিশনে যেতে হয়। আর এ ধরনের প্রস্তাব এলে কলেজ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়। নইলে নানা তদন্ত আর নির্দেশের ধাক্কায় জাতীয়করণের নির্দেশই গায়েব হয়ে যাবে। এ হচ্ছে আত্মীয় স্বজনকে সরকারী কলেজে চাকরি দেয়ার সাম্প্রতিককালের সহজ পথ। এ পথে চাকরি দেয়ার জন্য জাতীয়করণের নির্দেশের তারিখ পিছিয়ে যেতে পারে। এগোতে পারে। এ নিয়ে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আমি জানি না সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় নিয়ে এমন কিছু ঘটেছে কিনা। এমন কিছু ঘটেছে কিনা মিরপুর কলেজ নিয়ে। তবু আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে তদন্ত করতে অনুরোধ জানাব। কারণ আমার কাছে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের জাতীয়করণের তারিখ পাল্টান সহজ এবং স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না মিরপুর কলেজকে জমি দেয়া নিয়ে টালবাহানা। এবং দুটি ক্ষেত্রেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে জনশিক্ষা দফতরকে। কিন্তু কেন?

—অনিকেত